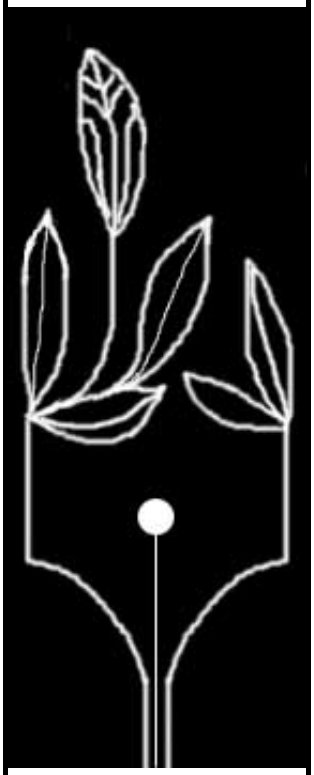

কৈশোরের সেই প্রথম

কৈশোরের সেই প্রথম রক্ত ক্ষরণের দিনে
মা আমাকে বলেছিল, ভয় নেই -
এ বয়সটা সব মেয়েরই হয়।

প্রথম যেদিন এক পুষের সঙ্গে সহবাসে
জীর্ণ হল আমার কৌমার্য, সেদিন
আনন্দে, যন্ত্রণায় ভেবেছিলাম এটাই তো স্বাভাবিক

আমার প্রথম সন্তান যেদিন আমার শরীর থেকে জন্ম নিল, সেদিন
ব্যথায় কুঁকড়ে উঠতে উঠতে ভেবেছিলাম-
মা হওয়াই তো মেয়েদের পরম পাওনা।

আমার কৌমার্য, প্রথম ঋতুস্রাব, মাতৃত্ব
এ-সবই তো আমার নারীত্বের চিহ্ন।
আমার অহঙ্কার, আমার তৃপ্তি, আমার সৌন্দর্য।
সব জানতাম, শুধু জানতাম না আসলে
আমার সব কিছুই হল পুষের জন্যে সাজানো উপাচার।

শর্মিলা বসু দত্ত

মানবপুত্রী

ওরা আবার আমাকে ব্রুশে বেঁধে দিয়েছে
আমার শরীর থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত-
তবু ওরা আরো জোরে আমাকে আঘাত করছে
পেরেক আর হাতুড়ি দিয়ে
আমার গায়ে ছুঁড়ছে কাদা, পাঁক
ঘৃণায়, প্রতিহিংসায়-
ওরা আমার চোখে ছুঁড়ে দিয়েছে তপ্ত তরল
আমার চোখ পুড়ে যাচ্ছে মা,
ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছে আমার দৃষ্টি

তবু আমি মানবপুত্রী-
দু হাজার বছর পরে কাঁধে করে বয়ে চলেছি নিজেরই ব্রুশ
একা এক নিঃসঙ্গ নারী।

শর্মিলা বসু দত্ত

নারী

মুহূর্তে শরীর থেকে আমার
মুছে গেল সুগন্ধ
চোখ থেকে স্বপ্নিল নীলাভা
স্তনবৃন্তে জেগে উঠলো
নতুন লালিমা
যোনি তটে অদ্ভুত শিহর
হারিয়ে গেল আমার যাবতীয় পূর্বপরিচয়
আমি ইভ, আদিম রমনী

তোমার আপেলে শুধু বিষ ছিল বিষ
ভালোবাসা ছিল না ছিল না।

শর্মিলা বসু দত্ত